দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ......

ইসি বাংলাদেশকে ৫৬ কোটি ইউরো দেবে ঃ রাষ্ট্রদূত

আইটি ও নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা চাই খালেদা জিয়া

বাসস ঃ ইউরোপীয় কমিশন (ইসি) ২০০২-২০০৬ অর্থবছরের জন্য কান্ট্রি স্ট্যাটেজি প্রোগ্রামের অধীনে বাংলাদেশকে ৫৬ কোটি ইউরো দেবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসির নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এসকো কেন্ট্রাশিনস্কি গতকাল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন।

তিনি বলেন. ইসি বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রফতানী বহুমুখীকরণসহ ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদারের লক্ষ্যে এই তহবিল দেবে। কমিশন অব দি ইউরোপিয়ান কমিউনিটির কাউন্সিলর এবং কাউন্সিল অব ইন্টারন্যাশনাল জুট, স্টাডি গ্রুপ (আইজেএসজি)-এর চেয়ারম্যান জর্জ ভোলকার কেটেলসেন ইসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, ইসি আইজেএসজি-এর সঙ্গে যৌথভাবে পাটজাত পণ্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে।

বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) খাতে এবং বিশেষ করে নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইসির সহায়তা কামনা করেন। এটা বহুবিধ ইতিবাচক সামাজিক ক্ষেত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

তিনি শিশু ও নারীদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে তাঁর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

খালেদা জিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন।

ইইউ দেশসমূহ বাংলাদেশের এক নম্বর উন্নয়ন সহায়ক অংশীদার এবং তাদের আমদানীর পরিমাণ দেশের রফতানীর ৪৮ শতাংশ। ইইউ বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে এবং তা ২০০৪ সালের পরও অব্যাহত থাকবে।

ইসি রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ ইইউ দেশসমূহে রফতানী সুবিধাগুলোকে সর্বাধিক কাজে লাগাবে। ইইউ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতসহ খাদ্য নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচীতে সহায়তা দিয়ে আসছে।

রাষ্ট্রদূত বেসরকারী খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১ কোটি ইউরো এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরো ৫ কোটি ইউরো বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন।

চট্টগ্রাম রফতানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সাফল্যের প্রশংসা করে রাষ্ট্রদূত বলেন, ইসি ভবিষ্যতেও অনুরূপ পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে শিশু সংক্রান্ত জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে' তার অংশগ্রহণের বিষয়টি স্মরণ করে শিশুদের স্বার্থ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাঁর সরকারের গুরুত্বারোপের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ এবং ইইউ'র মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে চমৎকার উল্লেখ করে এই সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ কামাল সিদ্দিকী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।